পরামর্শমূলক উদ্যোগ

- সমাজের প্রতিনিধি, নীতিনির্ধারক, মিডিয়া প্রতিনিধি, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে ৩টি অ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন করা হবে।
  এই সভার লক্ষ্য থাকবে তরুণ প্রজন্মকে একটি সহায়ক ডিজিটাল পরিবেশ দেওয়া ও মত প্রকাশের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধাগুলো শনাক্ত করে তা নিরসনের জন্য কাজ করা।
- এছাড়াও গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ধারণার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে প্রচলিত ডিজিটাল আইনে জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের জন্য একটি সুপারিশমালাও তৈরি করা হবে।

আপনিও অংশ নিতে পারেন পরিবর্তনের এই ধারায়

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আপনার মতামত আমাদের চলার পথে সহায়ক হবে। প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থান থেকে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমেই জনগণের স্বার্থে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। কাজেই এই প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে আপনার মূল্যবান পরামর্শ ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে আপনিও সক্রিয় অবদান রাখতে পারেন।

আপনার এই অবদান এবং আমাদের প্রচেষ্টার সম্মিলনে প্রকল্পটির সুফল সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের তরুণ সমাজকে ডিজিটাল সিটিজেনশিপ শিক্ষার ধারণাসমূহ ব্যবহার করে অনলাইনে স্বাধীন ও নিরাপদ মত প্রকাশের মাধ্যমে দায়িত্বশীল নাগরিক হতে সহায়তা করা।

যোগাযোগ

ডিনেট
৪/৮, হুমায়ূন রোড, ব্লক বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭
ফোনঃ ০৯৬০৬-০০৩৬৩৮
ই-মেইলঃ info@dnet.org.bd

ফ্রেডরিক নওম্যান ফাউন্ডেশন ফর ফ্রিডম
বাংলাদেশ কার্যালয়
বাড়ি ২১, রোড ১১, সেক্টর ০৬, উত্তরা, ঢাকা ১২৩০
ই-মেইলঃ bangladesh@freiheit.org

#ডিজিটালআচরণ_জেনেবুঝেসচেতন
#KnowYourNet

'এই প্রকাশনাটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় নির্মিত হয়েছে। এর লিখিত বিষয়গুলো ফ্রেডরিক নওম্যান ফাউন্ডেশন ফর ফ্রিডম ও ডিনেট-এর একমাত্র দায়িত্ব এবং এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতামতকে প্রতিফলিত করে না।'

www.digitalcitizen.com.bd

digitalcitizenbd@dnet.org.bd

/digitalcitizenbd

সম্মান

শিক্ষা

সুরক্ষা

মুক্ত চেতনার বাংলাদেশ

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)'র অর্থায়নে, ফ্রেডরিক নওম্যান ফাউন্ডেশন ফর ফ্রিডম এবং ডিনেট যৌথভাবে *Foster Responsible Digital Citizenship to Promote Freedom of Expression in Bangladesh* প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রসঙ্গ

বর্তমান যুগে একজন আদর্শ নাগরিক হওয়ার অপরিহার্য শর্ত হলো অনলাইন ও অফলাইনে নিজের নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও এর চর্চার দক্ষতা অর্জন করা। বাংলাদেশের মানুষ সবসময়ই গণতন্ত্র ও অধিকারের জন্য লড়েছে। গণতন্ত্র ও অধিকারের প্রাথমিক চর্চা হলো বিনয়ের সাথে ভিন্নমত শোনা ও সম্মানের সাথে দায়িত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ করা। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও অনলাইনভিত্তিক কর্মকাণ্ড অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের জন্য ডিজিটাল জগতে বিচরণে প্রযুক্তিগত সতর্কতার পাশাপাশি সামাজিক, আইনগত ও রাজনৈতিক শিষ্টাচার মেনে চলা জরুরি। কিন্তু প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাবে শিক্ষার্থীরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নানা ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করছে বা তার শিকার হচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে ডিজিটাল সিটিজেনশিপ শিক্ষার তিনটি ভিত্তি; সম্মান করা (নিজেকে ও অন্যদের), শিক্ষিত করা (নিজেকে ও অন্যদের) এবং সুরক্ষা দেওয়া (নিজেকে ও অন্যদের) ব্যবহার করে তাদের শিক্ষিত করা প্রয়োজন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পটি বাংলাদেশে বিশেষ করে, তরুণ প্রজন্মের মাঝে ডিজিটাল জগতে ইতিবাচক যোগাযোগের সংস্কৃতি তৈরি করে তাদের অনলাইনে স্বাধীন ও নিরাপদ মত প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে দায়িত্বশীল নাগরিক হতে সহায়তা করবে। এছাড়াও এই বিষয়ে তরুণ সমাজকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেবার লক্ষ্যে সহযোগী হিসেবে শিক্ষক ও অভিভাবকসহ সমাজের প্রতিনিধি, নীতিনির্ধারক, মিডিয়া প্রতিনিধি ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের যুক্ত করা হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ক

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)'র অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পটি, ফ্রেডরিক নওম্যান ফাউন্ডেশন ফর ফ্রিডম এবং ডিনেট সরাসরি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে। তিন বছর মেয়াদি এই উদ্যোগটি, গত ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আরম্ভ হয়েছে, যা আগামী ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত চলবে।

প্রকল্প কর্ম এলাকা

প্রকল্পটি ঢাকা এবং রাজশাহীর ৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। তবে প্রকল্পটির অনলাইন লার্নিং পোর্টালটি সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং যে কেউ ওয়েবসাইটটি থেকে ডিজিটাল সিটিজেনশিপ শিক্ষা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

প্রকল্পের অভীষ্ট লক্ষ্য

ডিজিটাল মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের আচরণ, সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের স্বাধীন মত প্রকাশের চর্চা, প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা বিষয়ে গবেষণাও করা হবে এই প্রকল্পের আওতায় ।

গঠনমূলক উপায়ে তরুণ প্রজন্মের মাঝে ডিজিটাল সিটিজেনশিপ শিক্ষার মাধ্যমে অনলাইনে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য একটি অনুকূল ও সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে কর্মসূচি পরিকল্পনা করা হয়েছে:

তরুণ প্রজন্মের সক্ষমতা বৃদ্ধি

- ঢাকা এবং রাজশাহীর পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিজিটাল সিটিজেনশিপ শিক্ষা ও স্বাধীন মত প্রকাশ বিষয়ে সরাসরি ১,০০০ জন শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে লার্নিং সেশন পরিচালনা করা হবে।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১,০০০ শিক্ষার্থী পরবর্তীতে আরও ৪,০০০ শিক্ষার্থীর সাথে ডিজিটাল সিটিজেনশিপ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ে পিয়ার লার্নিং সেশন পরিচালনা করবে।
- একটি ই-লার্নিং পোর্টাল তৈরি করা হবে যা ডিজিটাল সিটিজেনশিপ শিক্ষার ভিত্তিতে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও প্রচলিত ডিজিটাল প্রথা, শিষ্টাচার ও আইন-কানুন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অনলাইন কোর্সের সুযোগ করে দেবে। একই সাথে এই ওয়েবসাইটে শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্য সহায়ক কনটেন্ট থাকবে যেন তাঁরা তরুণ প্রজন্মকে দায়িত্বশীল নাগরিক হবার জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারেন।

সচেতনতা বৃদ্ধি

- ডিজিটাল মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীল অংশগ্রহণের জন্য ও তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা দেবার লক্ষ্যে ঢাকা এবং রাজশাহীর পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০ শিক্ষকবৃন্দের সাথে কর্মশালার আয়োজন করা হবে।
- প্রকল্পের কর্ম এলাকায় ৬০ জন মিডিয়া প্রতিনিধির সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনটি সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হবে।
- এছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে দেশব্যাপী ৫০,০০০ অংশীদারদের মাঝে সচেতনতা বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে।